

ফেলে আসা দিনগুলি

মুনিবুর রহমান চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫৬ সালে তদানীন্দ্র একমাত্র শিক্ষাবোর্ড ইস্ট পাকিস্তান সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বরিশাল জেলা স্কুল হতে (মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করি) উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকায় এসে নটরডাম কলেজে আই.এসসি.-তে ভর্তি হই। তার কিছুদিন আগে নটরডাম কলেজ লক্ষ্মীবাজার থেকে তার মূল নাম সেন্ট গ্রেগরীজ কলেজ বদলিয়ে নতুন নামে মতিঝিলে বিশাল এলাকা জুড়ে নবনির্মিত ত্রিতল ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। তখনকার দিনে আই.এসসি. পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্ব-স্ব এলাকায় পরিচালনা করত।

১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.এসসি. পরীক্ষা আসন্ন রমজান মাসের কারণে ২৪ ফেব্রুয়ারী শুরু হয়েছিল। আই.এসসি. পরীক্ষাতেও মেধা তালিকায় আমার প্রথম স্থান অক্ষুণ্ণ থাকে। তখনকার দিনে বিজ্ঞানের ছাত্রদের সর্বাধিক পছন্দের বিষয় ছিল Physics (পদার্থবিজ্ঞান)। আমিও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ফজলুল হক মুসলিম হলের অনাবাসিক ছাত্র হিসেবে ভর্তি হই। আগস্ট মাসে ক্লাস শুরু হলে দেখা গেল পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমবেশি ২০ জন। তাদের মধ্যে ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.এসসি. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী (মরহুম) ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া; আমার সঙ্গে দ্বিতীয় স্থান অধিকারিণী দীর্ঘদিন যুক্তরাজ্য প্রবাসী ড. হোসনে আরা বেগম; জার্মানীর Bielefeld বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘকালীন পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক (Ordinarius) ড. ফরহাদ হাসান মোহাম্মদ ফয়সাল; বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সচিব ড. সামসুজ্জামান মজুমদার প্রমুখ।

পদার্থ বিজ্ঞানের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে দু'জন মিলে টীম করার রেওয়াজ ছিল; ওয়াজেদ মিয়া ও আমি একই টীমে ছিলাম। সে সুবাদে তিনি সব সময় আমাকে 'পার্টনার' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি ছিলেন ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের পরীক্ষণের অংশটি ওয়াজেদ করতেন; গাণিতিক হিসাবের অংশটি আমি করতাম। পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি আমার যে বিশেষ ঝোঁক ছিল, তা নয়; বরং গণিতের প্রতিই আমার আগ্রহ বেশি ছিল। এভাবে প্রথম বর্ষ কাটল। ১৯৫৯ সালের মাঝামাঝি তদানীন্দ্র The Pakistan Observer পত্রিকায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিজ্ঞাপন দেখতে পাই, যাতে তদানীন্দ্র পশ্চিম জার্মান সরকারের বৃত্তির জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছিল। সাধারণত সকল বিদেশী বৃত্তি উচ্চতর

অধ্যয়ন বা গবেষণার জন্য দেয়া হত, যার জন্য আবেদনের নির্ধারিত যোগ্যতা ছিল মাস্টার ডিগ্রী। সেবার ব্যতিক্রমীভাবে জার্মান সরকার কয়েকটি প্রাক-স্নাতক বৃত্তি দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল; সুতরাং ঐ বিজ্ঞপ্তিতে আই.এসসি. ও বয়ঃক্রম আঠার বছর উত্তীর্ণ প্রার্থীর আবেদনের সুযোগ রাখা হয়েছিল। ঐ বিজ্ঞপ্তি দেখে আমি এবং আমার পরবর্তী ব্যাচের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, ১৯৫৭ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী নূপেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী একজোট হয়ে আবেদন করি- আমার উদ্দেশ্য জার্মানিতে গণিত অধ্যয়ন। ১৯৬০ সনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের B.Sc. (Pass & Subsidiary) শুরু হওয়ার দিন সাতক আগে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানের অম্বতীকালীন রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডি হতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদানীন্দ্র সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টা বিশিষ্ট সাহিত্যিক (মরহুম) এস.এ.আর. মতিন উদ্দিন স্বাক্ষরিত চিঠিতে আমাকে জানানো হয় যে, জার্মান সরকারের প্রাক-স্নাতক বৃত্তির জন্য আমি মনোনীত হয়েছি; দুই মাসব্যাপী জার্মান ভাষার কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য আমাকে পহেলা সেপ্টেম্বরের কাছাকাছি সময়ে Goethe-Institute, Bad Aibling-এ রিপোর্ট করতে বলা হয়। এরূপ চিঠি নূপেন্দ্রের নামেও আসে। আমি চিঠি পেয়ে তৎক্ষণাৎ সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার স্থলে পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও পরিসংখ্যান এই তিনটি বিষয়ে বি.এসসি. (পাস) পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সমীপে আবেদন করি। তখনকার দিনে বিজ্ঞান অনুষদে বেশ কয়েকটি কমিনেশন নিয়ে বি.এসসি. (পাস) কোর্স পড়ানো হত। পাস কোর্সের অন্যতম সহপাঠী ছিলেন পরিসংখ্যানের অধ্যাপক (মরহুম) ড. শাহ রফিকুল ইসলাম চৌধুরী।

পরীক্ষা শেষে তিনি ট্রেনে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলেন। কুমিল্লা স্টেশনে একই কামরায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের কয়েকজন ছাত্র ওঠেন; তারাও বি.এসসি. পরীক্ষা দিয়ে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলেন। আলাপ-পরিচয়ের পর তারা আমার বন্ধুকে জানান, “এবার আমাদের কলেজ বি.এসসি.-তে প্রথম স্থান পাবে”। আমার বন্ধু বলেন, “পেতে পারত, এখন আর পাবে না”। কেন? তার জবাবে আমার বন্ধু বলেন, মুনিবুর রহমান চৌধুরী সাবসিডিয়ারীর বদলে পাস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তখন তারা বললেন, হয়ত আপনার কথাই ঠিক। বাস্তবিকই, রেজাল্ট বের হলে দেখা গেল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের মৃণাল কান্দি দেওয়ানজী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

নূপেন্দ্র ও আমি একই সঙ্গে জার্মানিতে পৌঁছাই; আমাদের দু'জনকেই ভর্তি করা হয় হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। নভেম্বরের ১ তারিখে শীতকালীন সেমিস্টারে ক্লাস শুরু হয়। জার্মানিতে শিক্ষাবর্ষ দুইটি সেমিস্টারে বিভক্ত ছিল। যে সমস্ত কোর্স, বিশেষত প্রাক-স্নাতক কোর্সগুলি একাধিক সেমিস্টারব্যাপী পড়ানো হত, সেগুলি শুরু হত গ্রীষ্ম সেমিস্টারে। তাই আমরা গিয়ে পড়ি গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের কোর্সগুলির দ্বিতীয় পর্বে। গণিতে আমার কিছু অতিরিক্ত পড়াশুনা ছিল বিধায় আমি গণিতের কোর্সগুলি সামলাতে সমর্থ হই; কিন্তু নূপেন্দ্রের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার

সৌভাগ্য হয়েছিল কিংবদন্তী শিক্ষক, আধুনিক বিমূর্ত বীজগণিতের অন্যতম নির্মাতা Emil Artin-এর বীজগণিত কোর্সে অংশগ্রহণের। ২০ ডিসেম্বর ১৯৬২ ভোর রাতে হার্ট এ্যাটাকে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়; সেদিন আমি জার্মান ছাত্রদেরও ফুপিয়ে কাঁদতে দেখেছি। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যু আমার মনেও গভীর প্রভাব ফেলে; আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল তাঁর অধীনে গবেষণা করার। রুগ্ন পিতার সান্নিধ্যে সময় কাটানোর লক্ষ্যে ১৯৬৩ সালের গ্রীষ্ম সেমিস্টারের জন্য ছুটি নিয়ে ঢাকায় একাদিক্রমে মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থান করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ গণিতের শেষ বর্ষের ছাত্রী ফাতেমা খাতুনের সঙ্গে ঐ ছুটির সময় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হই। তখনকার দিনে পরীক্ষা নির্ধারিত সময়েই হত; তাই তাঁর এম.এসসি. পরীক্ষা সমাপনান্নে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে জার্মানিতে ফিরে যাই। তবে, এবার হামবুর্গের বদলে জার্মানীর অন্যতম প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ গ্যোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা পুনরায় শুরু করি; আমার স্ত্রীও শুরু করেন। কিন্তু সন্ধান সম্ভাব্য হওয়ায় তিনি ১৯৬৫ সালের মার্চে দেশে ফিরে আসেন। আমাদের প্রথম সন্ধান সাবিনা চৌধুরী (লিপি) ২৪শে জুন ভ্রমিষ্ট হয়। আমি পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হই ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬৭ এবং এর সাত দিনের মধ্যেই দেশে ফিরে আসি। দেশে আসার আগেই নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রীডার পদে টেলিগ্রাফিক নিয়োগপত্র পাই। আমি ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের এক সপ্তাহের মধ্যে আমার পিতা স্ট্রোকে মৃত্যুবরণ করেন; আমি খবর পেয়ে এসে আর শ্রদ্ধাভাজন পিতাকে পাইনি।

লিপির মা ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সরকারী কলেজে গণিতের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান; তাঁর কর্মস্থল ছিল তৎকালীন গভর্নমেন্ট ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজ (বর্তমান বদরুল্লাহ সারকারী মহিলা কলেজ)। তিনি ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বৃত্তি নিয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যাবেন, এরূপ একটি সম্ভাবনা থাকায় আমি কৌতূহল বশত কিছুকালের জন্য ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেই। বাস্তবিকই লিপির মা ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে ইসলামাবাদে তিন বছর বয়সের লিপি এবং আমার মাকে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে উড়াল দেন। আমি ও লিপি ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর অনুগমন করি। ১৯৭০ সালের জুন মাসে তিনি এম.এস. ডিগ্রী অর্জন করেন। বৃত্তির নির্দেশ অনুযায়ী এরপর তাঁর পিএইচ.ডি.র কাজ শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু আমি বৃদ্ধা মাতার কথা বলে তাঁকে দেশে ফিরতে অনুরোধ করি।

সে মতে আমরা জুলাই মাসে দেশে ফিরে আসি। এসে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে এডহক ভিত্তিতে সিনিয়র লেকচারার হিসেবে যোগদান করি (১৮ আগস্ট ১৯৭০)। পহেলা মার্চ ১৯৭১ তারিখে একটায় আমার ক্লাস শেষে বাইরে এসে জানতে পারি, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ন্যাশনাল এসেম্বলীর অধিবেশন স্থগিত

ঘোষণা করেছেন। তখনই শহর উত্তাল হয়ে উঠেছে; অসহযোগ আন্দোলন ঐ দিনই শুরু হল। পঁচিশ মার্চের কালরাত্রির পর মিলিটারী জান্টা সকল বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। এপ্রিলের মাঝামাঝি বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস চালু করতে নির্দেশ দেয়া হয়। এদিকে আমার ছয় মাসের এডহক নিয়োগের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যথাসময়ে বিভাগীয় প্রধান (ড. এস.এম. আজিজুল হক) আমার নিয়োগের মেয়াদ আরও ছয় মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব পাঠান। অসহযোগ আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন এ প্রস্তাবটি অনুষদের ডীনের সুপারিশের পর উপাচার্যের নির্দেশের জন্য তাঁর দপ্তরে অপেক্ষমান ছিল। এসব বিষয়ে আমি কোনই খোজ-খবর রাখার প্রয়োজন মনে করিনি। তখনকার দিনে বিভাগের সকল কিছুই বিভাগীয় প্রধানের নির্দেশে ও সুপারিশে করা হত। এদিকে তৎকালীন (খণ্ডকালীন) উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের বৈঠকে যোগদান উপলক্ষে ফেব্রুয়ারী মাসে জেনেভায় গিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লন্ডন থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করেন। তাঁর অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব বর্তায় তৎকালীন (সাম্মানিক) কোষাধ্যক্ষের উপর। একুশে এপ্রিল আমার নিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি বেশ হাসিমুখেই আমাকে জানিয়ে দেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকায় নিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধির আর কোন প্রয়োজন নেই।

রেজিস্ট্রার অফিস থেকে ফুলার রোড দিয়ে গণিত বিভাগে ফিরে আসার পথে ঠিক যখন রাশ পার হয়ে বুয়েট সংলগ্ন ফুটপাথে উঠতে যাব, তখন শহীদ মিনারের দিক থেকে বৃহদাকার দুইটি খোলা জীপ ভর্তি মেশিনগান হাতে পাক সেনার মুখোমুখি হই। পিছনের জীপটি থামার আওয়াজে আমি ফুটপাথে উঠে পিছন ফিরে তাকাই, দেখি এক পাক সেনা হাতের ইসারায় আমাকে ডাকছে। আমি কাছে এগিয়ে গেলে সে জিজ্ঞেস করল, ঢাকা ইউনিভার্সিটি কিধার হয়। মুহূর্তের মধ্যে আমার মাথায় এলো, এ প্রশ্নের সোজা উত্তর দেওয়া ঠিক হবে না।, কেননা ২৫ মার্চ রাতের অন্যতম বধ্যক্ষেত্র ছিল সামনেরই জগন্নাথ হল। এই কথা মাথায় রেখে আমি বেশ সুস্পষ্ট স্বরে জবাব দিলাম, উহ তো ঢাকা মে হয়। উত্তর অবশ্যই সঠিক; পাক সেনা কী বুঝল জানি না, আর কোন কথা না বলে জীপ চলে গেল।

জুন মাসে অবশ্য মিলিটারী জান্টা জুলাই মাসে থেকে ক্লাস শুরুর নির্দেশ দেয়; কিন্তু আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ করা থেকে বিরত থাকি। তখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭০ সালের শেষের দিকে যখন পদ বিজ্ঞাপিত করে তখন আমি দরখাস্ত করার চিন্তাই করিনি; কেননা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের আমার কোনই অভিপ্রায় ছিল না। ২রা আগস্ট ১৯৭১ তারিখে আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এডহক ভিত্তিতে রীডার পদে যোগদান করি; কয়েক মাস

পর নিয়োগটি বিজ্ঞাপন ও সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে নিয়মিত করা হয়। এভাবেই “রিজিকের মালিক আল্লাহ” কথাটির সত্যতা নিজের জীবনেই প্রত্যক্ষ করি। ১৯৮৩ সালে বিজ্ঞাপিত গণিতের অধ্যাপক পদে আবেদনের ভিত্তিতে নিয়োগ পেয়ে আমি ২৯ এপ্রিল ১৯৮৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসি এবং ৩০ জুন ২০০৬ তারিখে ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ করে পরম করুণাময়ের অশেষ মেহেরবাণীতে অবসর গ্রহণ করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসে নিয়মিত শিক্ষাদানের বাইরে প্রথম যে কাজটি আমি করি তা হচ্ছে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ইতিহাস উদ্ধার করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব রেকর্ড এবং বেশকিছু প্রাক্তন ছাত্র-শিক্ষক বা তাঁদের পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে যোগাযোগ (সরাসরি সাক্ষাৎ বা পত্রযোগে) করে অনেক তথ্য উদ্ধার করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক আর্থিক আনুকূল্যে এ বিষয়ে চল্লিশ পৃষ্ঠার একটি পুস্তি কা “Mathematics and Mathematicians at the University of Dhaka” প্রকাশ করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী নিজের অর্থে গণিত বিভাগে দুই বছরের জন্য একটি Endowed Lectureship প্রবর্তন করেন, তিনি যার নামকরণ করেন “Altaf Ali Lecturer in Mathematics with Special Reference to the Development of Mathematics by the Arabs” এই পদে নিয়োগ দেয়ার জন্য ১৯২০ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী এ.এফ. মুজিবুর রহমানের কথা ভাবা হয়। এ বিষয়ে উপাচার্য P.J. Hartog কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘকালীন (খণ্ডকালীন) উপাচার্য ‘বাংলার বাঘ’ স্যার আশুতোষকে চিঠি লিখেন। চিঠির জবাবে স্যার আশুতোষ জানান যে, তিনি এ.এফ. মুজিবুর রহমানকে I.C.S. (Indian Civil Service)-এ মনোনয়ন দিয়েছেন; তাই তাঁকে পাওয়া যাবে না। এখানে উল্লেখ্য, বৃটিশ আমলে যাঁদের এ ধরনের মনোনয়নের ক্ষমতা ছিল, তাঁদের সেসব মনোনয়ন কখনও অগ্রাহ্য করা হত না। বাস্তবিক, এ.এফ. মুজিবুর রহমান ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জুডিশিয়াল ব্রাঞ্চে নিয়োগ পান। ১৯৪৫ সালে যখন তাঁর হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রায় চড়ান, তখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্রকন্যাগণ পরবর্তীতে A.F. Mujibur Rahman Foundation প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফাউন্ডেশন বিশেষভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে সক্রিয়। মুজিবুর রহমান গণিতের ছাত্র ছিলেন, এ সুবাদে ফাউন্ডেশন ১৯৯৩ সাল থেকে গণিত বিভাগের কৃতা (বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রথম শ্রুণ অধিকারী) শিক্ষার্থীদের স্বর্ণপদক ও নগদ অর্থ প্রদান করতে থাকে। সর্বশেষে, তাঁরা গণিত বিভাগের জন্য নিজস্ব একটি দশ তলা ভবন (সজ্জিতকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণসহ) নির্মাণ করার প্রস্তাব দেন। এই এ.এফ. মুজিবুর রহমান গণিত ভবনটির নির্মাণকাজ এখন সম্পন্ন হয়ে পূর্ণাঙ্গরূপ ধারণ করেছে। এরূপ মহৎ উদ্যোগে আরও অনেকে এগিয়ে আসবেন, এই প্রত্যাশা করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক গৌরবে পি.জে. হার্টগের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ও অবদান আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কারণেই বৃটিশ সরকার হার্টগ সাহেবের মেয়াদ শেষ হওয়ার বছরেই তাঁকে knighthood প্রদান করে; অর্থাৎ তিনি হন স্যার ফিলিপ হার্টগ। ভারতবর্ষের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাশীল এই মহান শিক্ষাবিদ ১৯৪৭ সালে লোকান্তরিত হন। এরই ভিত্তিতে আমি ২০০১ সালে প্রস্তাব করি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক হোস্টেলকে স্যার ফিলিপ হার্টগের নামে নামকরণ করা হোক। সুখের কথা সিডিকেট, সিনেট সকল স্তর পার হয়ে প্রস্তাবটি এখন বাস্তবায়িত হয়েছে।

গণিত শিক্ষাদান ও গবেষণার পাশাপাশি অপর একটি ক্ষেত্রে আমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। সেটি হল, বৃটিশ ভারতে মুসলিমদের রাজনৈতিক ইতিহাস। এই আত্মহের ভিত্তিতে একটি প্রবন্ধ ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, যার শিরোনাম “সিমলা ডেপুটেশন (১৯০৬)”। এরই ফলোআপ হিসেবে আরেকটি প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা রয়েছে, যার শিরোনাম হতে পারে “বঙ্গভঙ্গ রদ থেকে পাকিস্তান”।

আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইশ বছরের কার্যকালে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের প্রায় সকল সভায় আমি সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলাম এবং তাতে সর্বদা একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজের বিবেক ও বিবেচনা মত বক্তব্য ও মতামত রেখেছি। বিভাগের একাডেমিক কমিটির সভা সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। জীবনে কখনও শিক্ষকতা ছাড়া অন্য কোন পেশা গ্রহণের কথা চিন্তা করিনি এবং একদিনের জন্যও অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত থাকিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, অন্য হাজারো সতীর্থের মত এটি আমারও গর্ব।

